গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

বিষয়: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের নতুন ইনোভেশন প্রকল্প সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: জনাব মো: আনোয়ার হোসেন, যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
স্থান	: মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩৮, ভবন নং-৩)।
তারিখ ও সময়	: ১৫.০৩.২০১৮ খ্রিঃ, সকালঃ ১০:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** তে সন্নিবেশিত।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি জনাব মো: আনোয়ার হোসেন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর বিকল্প কর্মকর্তা), ও চিফ ইনোভেশন অফিসার, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সভা শুরু করেন। তিনি মাঠ পর্যায় হতে আগত সকল উদ্ভাবনী চর্চাকারীকে স্বাগত জানিয়ে তিনি সরকারি কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসাংহতকরণে প্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ে উদ্ভাবন চর্চার সফল প্রয়োগই আগামী দিনের সোনার বাংলা গড়তে সহায়তা করবে।

০২. তিনি জনাব মো: লুৎফর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন-৪) কে মাঠ পর্যায় থেকে আগত উদ্ভাবকদের উদ্ভাবনী উপস্থাপনার অনুষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান। উপস্থিত সকলকে প্রেজেন্টেশন মনোযোগসহকারে দেখে মতামত জানাতে অনুরোধ করেন।

০৩. তিনি জনাব মো: লুৎফর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন-৪) সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জানান উদ্ভাবন একটি চলমান প্রক্রিয়া। আমরা মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবকদের উদ্ভাবনী পর্যালোচনা করে বিগত দিনে শোকেসিং ওয়ার্কশপ করেছি। এ বছর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সংক্রান্ত নতুন বেশ কয়েকটি উদ্ভাবনী প্রকল্প জমা পড়েছে। সেগুলো আজকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এর মধ্য হতে বাছাইকৃত প্রকল্পগুলো শোকেসিং ওয়ার্কশপের জন্য নির্বাচন করা হবে। তিনি উদ্ভাবকদের তালিকা ক্রমানুসারে প্রকল্পগুলো উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

০৪. **নিরাপদ প্রসব চাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চলো যাই:** ডা: মো: জাহাঙ্গীর কবির, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দিনাজপুর এবং ডা: শিহাব মাহমুদ শাহরিয়ার, মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস, ঠাকুরগাঁও প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন। তারা প্রকল্পটি গ্রহণের কারণ হিসাবে জানান বিদ্যমান পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ে গর্ভবতী মা চিহ্নিত করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসার জন্য মৌখিকভাবে বলা হয় । অভিভাবক ও গর্ভবতী মায়ের অসচেতনতা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিকতার অভাব ও হাসপাতালের প্রতিকূল পরিবেশের কারণে ৭০% এর বেশি প্রসব বাড়ীতে হওয়ায় মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার আশানুরূপ ভাবে কমছে না। প্রকল্পটিতে সমাধান হিসাবে উল্লেখ করেন, মাঠ পর্যায়ে গর্ভবতী মা চিহ্নিত করে অভিভাবকসহ মাকে সচেতন করা ও প্রসূতী সেবা কার্ড প্রদান করা হবে। গর্ভবতী ডাটাবেস তৈরি ও আপনার ডাক্তার কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ঝুঁকিপূর্ণ মা চিহ্নিত করে তাদের ঝুঁকিপূর্ণ কার্ড প্রদান করা হবে। স্বাস্থ্য কর্মীর জন্য অভিনন্দন সূচক অনুসন্ধান ও মোটিভেশন করা হবে। নবজাতককে স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক উপহার সামগ্রী প্রদান করা হবে। তারা আরো জানান যে, মানসম্পন্ন প্রসূতী সেবা নিশ্চিত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যাশিত ফলাফল হিসাবে তারা বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বৃদ্ধির ফলে প্রসবজণিত জটিলতার কারণে মাতৃ মৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যু কমে যাবে। ঝুঁকিপূর্ণ মায়েরা ঝুঁকি কার্ড নিয়ে নিকটবর্তী কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা নিতে পারবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে ৫ জন

জনবল দরকার হবে। ডাটাবেস, প্রসূতি কার্ড তৈরী, প্রশংসাপত্র, উপহার সামগ্রী, মোবাইল চার্জ বাবদ বছরে ১০০০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রয়োজন হবে যা সমাজসেবা দপ্তর ও উপজেলা পরিষদ সরবরাহ করবে।

০৫. **স্বাস্থ্য সেবায় 'ই' টিকেট:** ডাঃ আহম্মদ হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বরলেখা, মৌলভীবাজার এবং ডাঃ মোমিন উদ্দিন চৌধুরী, মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন। তারা বর্তমান সেবা পদ্ধতির সমস্যা তুলে ধরে জানান, বর্তমানে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাড়িয়ে টিকেট কাটতে হয়। ফলে টিকেট প্রাপ্তিতে দেরি হয়। এছাড়াও সকল বিভাগের রোগী এক লাইনে দাঁড়ানোর জন্য ভিড়ের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া দালাল শ্রেণীর দৌরাত্ম্য থাকে, ফলে অনেক সময় সরকার রাজস্ব হারায়। সমাধানকল্পে তারা জানান, মোবাইলের ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে অথবা বহিঃ বিভাগে যেই ডাক্তার দেখাবে সেখানকার রুমের নাম্বার ম্যাসেজে প্রেরণ করবে। পরবর্তিতে ফিরতি ম্যাসেজে বিশেষ নাম্বার আসবে, যা কাঙ্খিত রুমের সামনে থেকে ঐ রেজিষ্ট্রেশন এর টিকেট সংগ্রহ করে সরাসরি ডাক্তার দেখাবে। এতে করে সময় ও ঝামেলা কমবে। এর ফলে দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য কমবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও নিরক্ষর ব্যক্তি হেল্পডেস্ক এর মাধ্যমে টিকেট কাটবে। আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে সময় খরচ ও যাতায়াতের সাশ্রয় ঘটবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে জনবল ও সফট্ওয়্যার বাবদ বছরে ৩০০০০০/- (তিন লক্ষ) ষাট হাজার টাকা খরচ পড়বে।

০৬. **নিয়মিত ব্যায়ামে ব্যথার উপশম:** ডাঃ আব্দুল্লাহ আল ওমর ফারুক, মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বিশ্বম্ভরপুর এবং ডাঃ আহম্মদ হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বরলেখা, মৌলভীবাজার যৌথভাবে প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন। তাঁরা বিদ্যমান সেবা পদ্ধতির সমস্যা তুলে ধরে বলেন, নিয়ম না মেনে, না জেনে ব্যথার ঔষধ সেবন করার ফলে কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়, যকৃত রোগ, শ্বাস কষ্ট রোগীর জন্য ক্ষতির কারণ হয়। নিয়ম মেনে কায়িক শ্রম (অধিক বা অল্প) না করা অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহন, অপুষ্টি, ব্যথা চিকিৎসার সঠিক জ্ঞান না থাকা, অপ্রয়োজনীয় ঔষধ সেবণ। সমাধাকল্পে তারা জানান, হাসপাতালের প্রবেশমুখে কিছু ব্যায়ামের ছবিসহ তার বিবরণ লেখা থাকবে এবং কোথায় কি ধরনের ব্যায়াম নিতে হবে তার জন্য পরামর্শ দিতে কোন ডাক্তারের রুমে যাবেন তা লেখা থাকবে। প্রথমে তাঁকে ব্যায়াম করার জন্য মটিভেশন করতে হবে। তারপর ব্যায়াম শিখানো হবে। প্রয়োজনে কিছু ঔষধ ৭-১০ দিন দেয়া হবে। পরে ফলো আপের জন্য আসতে হবে। সময় খরচ ও যাতায়াত কমবে এবং অন্যান্য সুবিধার মধ্যে কর্মক্ষমতা বাড়বে, ঔষধের খরচ কমবে, বারবার চিকিৎসকের সরণাপন্ন হতে হবে না। জনবল ০৩ (তিন) জন লাগবে এবং খরচ হবে ৮০০০০/- (আশি হাজার) টাকা। উপজেলা পরিষদ ও বেসরকারী সংস্থা থেকে খরচের সংস্থান হবে।

০৭. সভাপতি ব্যথার উপশমের ব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি ব্যথার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পরামর্শের ব্যবস্থা করতে বলেন। কারণ সব ব্যথায় ব্যায়ামে উপশম হয় না। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ফিজিওথেরাপিষ্টের কোন পদ নেই। কাজেই প্রকল্পটিকে আরো নির্দিষ্ট করে আনতে পরামর্শ দেন।

০৮. **EMO for 24 hour:** ডাঃ আবু বকর মোঃ নাসের, মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কুলাউড়া প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, বিদ্যমান সেবাদান পদ্ধতিতে একজন SACMO অথবা স্টাফ নার্স (পুরুষ) দ্বারা সেবা প্রদান করা হয়। মেডিকেল অফিসার অনকল ভিত্তিক জরুরী বিভাগে ১২-২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সরাসরি মেডিকেল অফিসার কর্তৃক সেবা না পাওয়ায় সেবা গ্রহণকারী অসন্তুষ্ট, অসহিংষ্ণু হয়ে পড়েন। সেহেতু ৫০ শয্যা হাসপাতালে EMO পদে মাত্র ০১ (এক) জন ডাক্তার পদায়িত সেহেতু একজনের পক্ষে ২৪ ঘণ্টা ইমারজেন্সীতে দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর নয়, তাই ইমার্জেন্সী সেবা SACMO নির্ভর হয়ে পড়ে। সেখানে হাসপাতালে কর্মরত অন্যান্য মেডিকেল অফিসারগণ রোস্টার ভিত্তিক সার্বক্ষনিক ইমারজেন্সীতে অবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব। তিনি জানান সার্বক্ষনিক অর্থাৎ দিনে ২৪ ঘণ্টা ইমারজেন্সীতে মেডিকেল অফিসারের উপস্থিতি ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে পারলে সময়, খরচ ও যাতায়াত কমবে। এজন্য তিনজন জনবল দরকার এবং প্রতিদিন ঔষধ, স্যালাইন, ইমারজেন্সী টুলস বাবদ ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা খরচ হবে।

০৯. সভাপতি প্রকল্পগুলোতে আরো আপডেট করে পাইলটিং এ যাওয়ার পরামর্শ দেন। এছাড়াও প্রকল্পগুলোর সফট্ ও হার্ড কপি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য এবং সকল প্রকার তথ্যের জন্য উপসচিব মোঃ লুৎফর রহমানের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেন।

১০. **সিদ্ধান্তসমূহ:**

১. প্রকল্পগুলোকে আরো আপডেট করে পাইলটিং এ যেতে হবে।

২. প্রকল্পগুলোর সফট্ ও হার্ড কপি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।

১১. আর কোন প্রেজেন্টেশন না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত: ০৩ এপ্রিল ২০১৮
(মো: আনোয়ার হোসেন)
যুগ্মসচিব (পার)
বিকল্প চিফ ইনোভেশন অফিসার

স্মারক নং- ৪৫.০০.০০০০.১৪৩.৯৩.০০৪.১৮-১১৯

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৪ / ০৪ এপ্রিল ২০১৮

সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের অনুরোধ করা হল:

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. উপসচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
২. উপসচিব, মানবসম্পদ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. উপসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ-১/২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
৪. উপসচিব, প্রশাসন-৩ (কাউন্সিল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
৫. উপপ্রধান (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. উপসচিব (নার্সিং সেবা-১), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. ডা: আহমেদ হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বড়লেখা, মৌলবীবাজার।
৯. ডা: মো: জাহাঙ্গীর কবির, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।
১০. ডা: মো: আব্দুল্লাহ-আল ওমর ফারুক, মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বিশম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
১১. ডা: মো: মমিন উদ্দিন চৌধুরী, মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
১২. ডা: আবু বকর মো: নাসের, মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।
১৩. ডা: শিহাব মাহমুদ শাহরিয়ার, মেডিকেল অফিসার, সিবিল সার্জন অফিস, ঠাকুরগাঁও।
১৪. জনাব সাধন চন্দ্র সরকার, ডোমেইন এক্সপার্ট, এটুআই প্রোগ্রাম।

জ্ঞাতার্থে:

১. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাপকম, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও চিফ ইনোভেশন অফিসারের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।

০৪/০৪/১৮

(মো: লুৎফর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল: monitor@mohfw.gov.bd